পদস্খলন

একটি সংবাদ আজ কদিন ধরে আমাদের দেশকে তথা সব সংবাদ মাধ্যমগুলোকে বেশ গরম করে রেখেছে। একটি মন ভাঙ্গানিয়া সংবাদ। আমাদের দেশের তথাকথিত প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ, উগ্র ধর্মীয় চেতনা ও আদর্শে বিশ্বাসী একটি ইসলামী দল খেলাফত মজলিশের সাথে মহাজোট ও সমঝোতা করেছে। যদিও এ ধরনের ঘটনা দলটির জন্য নতুন কিছু নয়, চিরশক্র জামায়তের সাথে এর আগেও জোট করেছে, বিসর্জন দিয়েছে অনেক মুক্তিযোদ্ধার স্বপ্ন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সাধারণ মানুষকে যুগ যুগ ধরে দিয়ে আসা অঙ্গীকার। কিন্তু ইতিহাসের এ ক্রান্তি লগ্নে এ সর্বহার জাতি যখন অনেক আশায় তাদের দিকে চেয়ে বুক বেধে ছিল, তারা বড় ধাক্কা খেল ক্ষমতাবানদের এ হঠকারি সিদ্ধান্তে। দেশের মানুষ ভেবেছিল তারা তাদের পূর্ববতী ভুল থেকে নিজেদের শোধরাবেন কিন্তু এযে আরো দূরে চলে গেলেন তারা। বাংলাদেশে লোম বেছে কম্বল উজার করে, কম্বল ছিড়ে ফেললেও চোখ বন্ধ করে সমর্থন দেয়া যায় এমন রাজনৈতিক দলতো দূরের কথা রাজনীতিবিদও খুজে পাওয়া দুস্কর। আদর্শের জন্য, দেশের জন্য, জনগণের জন্য রাজনীতি করছেন এমন ত্যাগী নেতা এ কলির যুগে কোথায়? রাজনীতি এখন আদর্শ, নীতি বা জনসেবার নেশা নয়, পেশা। আজকাল বিয়ের বাজারে পাত্র হিসেবে সবচেয়ে হিট যাচ্ছেন নেতা আর পাতি নেতারা। ডাক্তার, পাইলট কিংবা ইঞ্জিনিয়ার পাত্র যা হয়তো সারাজীবনে দিতে পারবেন না বউ তথা শ্বশুর - শাশুরীকে, নেতা পাত্র তা আঙ্গুল হেলিয়ে দিয়ে দিতে পারবেন। সাথে অগাধ ক্ষমতা আর প্রতিপত্তিতো আছেই। এহেন বানিজ্য কি আর খালি যায়? এক হাতে দাও, অন্য হাতে নাও। চলছে ধুম নমিনেশন বানিজ্য। সৎ লোকদের সেখানে দাড়াবার স্থান কোথায়? 'বানিজ্যে বসতি লক্ষ্মী' এই সত্যকে মাথায় রেখে জোটকে মহাজোটে রুপান্তরিত করার জন্য নেতারা হাতে হারিকেন নিয়ে দৌড়াচ্ছেন। দাগী চোর - বদমাশের সাথে সাথে হুজুর, পন্ডিত কাউকে বাদ রাখছেন না। দিকে দিকে অজগরদের একটিই রা, যে করেই হোক 'আমটি আমি খাব পেরে'। স্কুলে - কলেজে সিলেবাস বদলানোর সময় আজো কি আসেনি? আদর্শের জন্য জীবন উৎসর্গ, ক্ষমতা নয় মূল্যবোধই আসল কথা এগুলো আজ নিরস কেতাবী বুলিতে পরিনত হয়েছে। এখন হলো 'জোর যার মুল্লুক তার'। খেলাফত মজলিশের মতো একটি দল যার অবস্থান বাংলাদেশে কাজীর গরুর মতো, যা কাগজপত্রে আছে কিন্তু গোয়ালে নেই, রাজনৈতিক অস্তিত্ব বলতে গেলে বায়তুল মোকারমের চত্বরে আরম্ভ আর অনেকটা সেখানেই শেষ তাদের সাথে সমঝোতা চুক্তি করতে হলো!!!! কেনো? কতো সীট পায় প্রতি নির্বাচনে খেলাফত মজলিশ? দুটো কিংবা পাচটা? এই সামান্য দুই সীটের জন্য আদর্শ, নীতি সব বিসজর্ন দিতে হলো? এতো ঠুনকো জিনিসের জন্য এতো মায়ের বুক খালি হলো? বিশ্ব বেহায়া এরশাদের সাথে সমঝোতা!!! শহীদ নূর হোসেন কিংবা ডাক্তার মিলন তোমরা মরে গিয়ে বেচে গেছো নইলে আজ লজ্জায় ধিক্কারে তিল তিলে মৃত্যু হতো তোমাদের। আওয়ামী লীগ কেনো এতো দুর্বল? কেনো অসহায় নারীদের মতো জায়গায় জায়গায় সমঝোতা দিয়ে চলতে হচ্ছে? নাকি সবর্ণাশা লোভ তাদেরকে আত্মঘাতী করেছে?

আমায় যদি কেউ প্রশ্ন করেন বাংলাদেশ তথা সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রভাবশালী মহিলা কে? আমি বলব আমাদের আপোষহীন বেগম সাহেবা। বিশ্বসুন্দরী ঐশ্বরিয়ার যে ক্ষমতা নেই বেগম সাহেবার তা আছে। ৯১ সালে ক্ষমতায় যাওয়ার পর তিনি নিজস্ব পোষাকের যে স্টাইল তৈরী

করেন তা আজো আমাদের দেশে সবার্ধিক প্রচলিত ও বিক্রিত পোষাক। শাড়ীর সাথে ম্যাচিং দিয়ে তিনি মাথায় আলাদা দোপাট্টা পড়ার ইসলামী রেওয়াজ তৈরী করে দেন, আর সাথে সাথে হুমরি খেয়ে বেশীর ভাগ মহিলারা মাথায় ফেট্টি বাধাতে লেগে গেলেন দেশ জুড়ে। মানাক আর না মানাক বেগম সাহেবাকে অনুকরন করা চাইই। যদিও বেগম সাহেবা যে মূল্য তার দোপাট্টাতে ব্যয় করেন তার চার ভাগের এক ভাগ মূল্যের শাড়িও বাংলাদেশের অধিকাংশ মহিলাদের নেই, কিন্তু তাতে কি? রাজ নিয়ম বলে কথা। অনেক পোষাকের ডিজাইন এসেছে গেছে, অনেক নায়িকাও তাদের স্টাইল নিয়ে জনপ্রিয় হয়েছেন আবার হারিয়েও গেছেন। কিন্তু পনর বছর ধরে অক্লান্ত ভাবে টপ টেনের হিট চার্টে টিকে আছেন আমাদের বেগম সাহেবা। ধন্য ধন্য আপনাকে। তার চেয়েও বড় কথা বেগম সাহেবের তুলনায় আপাতদৃস্টিতে সাজগোজে অপটু একটু ক্ষ্যাত ক্ষ্যাত দেখতে শেখ হাসিনাও নিজেকে এই ফ্যাশনের আওতা থেকে মুক্ত রাখতে পারেন নি। এমনিতে দুই নেত্রীর সর্ম্পক দা-কুমড়োর হলেও এই একটি মাত্র জায়গায় তাদের মধ্যে সখ্যতা আছে। যদিও শেখ হাসিনা ক্ষ্যাত ভাবে হিজাব পড়েন, সব চুল কালো হিজাব দিয়ে ঢেকে দেন, তারউপর আবার ঘোমটা। নো ম্যাচিং লেস বা শিফনের দোপাট্টা অর নো পোজপাজ। আরে বাবা ফ্যাশন হবে তখন যখন মাথার পিছনে দোপাট্টা একটু খোপার কাটায় লেগে থাকবে, মনে হবে মাথা ঢাকা আসলে ঢাকা কিছুই না, ম্যাচিং খোপার কাটাও দেখা যাবে। বেগম সাহেবা শীত বা গ্রীষ্ম আবহাওয়ার সাথে মিলিয়ে চুলে কি রং দিলেন সেটাও দেখা যাবে। সে যাক সব ফ্যাশনতো আর সবাই সেইভাবে অনুকরন করতে পারেন না, সবার সেই বিদ্যাও নেই, হেয়ার ড্রেসার বা ড্রেস ড্রেসারও নেই। কিন্তু সাপে - নেউলে সর্ম্পকের মাঝেও ঘোমটা - ঘোমটার সাদৃশ্য নাকি কম্পিটিশন দুজনই ধরে রেখেছেন। আর সেই সাদৃশ্য বাড়াতেই কি আওয়ামী লীগ খেলাফতে মজলিশের সঙ্গে জোট করল? বেগম সাহেবা জামায়াত আর ইসলামী ঐক্যজোট নিয়ে নিয়েছেন তাহলে খেলাফতকে সাথে নিয়ে আওয়ামী লীগের কি সেটা ব্যালানস করতে হবে? একি ফ্যাশন হয়ে গেছে? আওয়ামী লীগ আবারো প্রমান করলেন আদর্শগত পার্থক্য বলে দেশের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের আসলে কিছুই নেই। একই প্রোডাক্ট দুই মোড়কে হয়তো মার্কেটিং হচ্ছে।

একজন লোক ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে গিয়ে উনার পাস বই লেখার সময় হঠাৎ পাশের লোকের বইয়ের দিকে তাকিয়ে থমকে যান কারণ সেখানে লেখা ছিল 'পাচ লক্ষ টাকা মাত্র'। এই দেখে তিনি তার পাস বইয়ে লিখলেন 'পাচশ টাকা কিছুই না'। যখন টাকা জমা দিতে গেলেন তখন ব্যাঙ্কের কর্মচারী বললেন এটা আপনি কি লিখেছেন 'পাচশ টাকা কিছুই না'? তখন ভদ্রলোক ব্যাখা করলেন যেখানে পাচ লক্ষ টাকা মাত্র, সে তুলনায় পাচশ টাকাতো কিছুই না। সে ঘটনার মতো মনে হয় নির্লজ্জ আজিজকে হঠাতে যেখানে সারা বাংলাদেশের মানুষ বিশেষ মোনাজাত করেছেন, সারাদেশ বিক্ষোভে, আন্দোলনে উত্তাল ছিল তখন আমাদের বেগম সাহেবা ব্যস্ত ছিলেন সংবিধান রক্ষায়। বারবার তিনি তার উদ্বিগ্নতার কথা দেশবাসীকে জানাচ্ছিলেন, কোনভাবেই সংবিধান যেনো অপমানিত না হয়ে যায়। অসহায় গ্রামের মেয়ে যেমন বখাটের উৎপাত থেকে বাচতে মুরুব্বীদের সাহায্য নেন তেমনি তিনিও সংবিধান রক্ষায় মওদুদী সাহায্য নিচ্ছিলেন বারবার। অবশেষে আজিজ সাহেব ছুটিতে যেয়ে সংবিধান তথা বেগম সাহেবাকে রক্ষা করলেন, বেগম সাহেবাও শোকরানার নামায আদায় করলেন। কারণ সবকিছু চলছে একেবারে প্ল্যান মাফিক। আজিজ ছুটিতে তো কি হয়েছে? মাহফুজ আছে, জাকারিয়া আছে আর ইয়েসউদ্দিনতো আছেই। নইলে আছে সুসজ্জিত সেনাবাহিনী। নিরীহ জনগনের জন্য মহাষৌধ। হায়রে সংবিধান, যখন হাইকোর্টে ইয়াজুদ্দিনের নিয়োগ বৈধ না অবৈধ তা নিয়ে রুল চলছিল, বেগম সাহেবার বিশেষ দূত যেয়ে তা এক মূহুর্তের মধ্যে বন্ধ করে দিল তখন সংবিধান কেন

একবারও কাপেনি? যার বাসায় বোমা পাওয়া যায়, অবৈধ অস্ত্র পাওয়া যায় তিনি এখন নির্বাচন কমিশনের দ্বায়িত্বে আছেন তখন সংবিধান কেনো নড়ে না, দশ বছর এরশাদের যে মামলাগুলো ঝুলন্ত ছিল বা বিচারাধীন ছিল সেগুলো থেকে তিনি বেগম সাহেবার শেষকালে একের পর এক ফটাফট রেহাই পেয়ে গেলেন এক মাসের মধ্যে তখন সংবিধান কেনো চিৎকার করেনি? তবুও যাক তারাতো খুশী সংবিধান রক্ষা করতে পেরে। কিন্তু দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে কেনো এই পরিস্থিতির মধ্যেই নির্বাচন করতে হবে? পরিস্থিতি, পরিবেশ না বদলানো পর্যন্ত নির্বাচন বয়কট করা কি এতোই কঠিন? এতো এতো আন্দোলনের দেশ বাংলাদেশ, আর একটু ত্যাগ স্বীকারের চেষ্টা কি করা যেতো না?

নিবার্চন হয়ে যাওয়াও হয়তো শেষ কথা হবে না। নির্বাচন শেষে সে দলই আসুক না কেনো কি রকম সহিংসতা হবে ভাবলেই বুক কাপে। দুদলের ক্যাডাররাই ওত পেতে আছেন প্রতিহিংসা আর প্রতিশোধ জমিয়ে। কে জানে ক্ষমতাশীলদের রক্ষা কবচ এই সংবিধান তখন পারবে কিনা সাধারণের জান - মালের নিরাপত্তা দিতে। কতো বিনিদ্র রাত হয়তো আবার যাপন করতে হবে এইভেবে বেচে আছেতো, নিরাপদে আছেনতো পরিবারের সবাই!? মাঝে মাঝে মনে হয় বিদেশী প্রভুরা কি এর চেয়ে খারাপ ছিলেন? এর চেয়ে বেশী অত্যাচার অনিশ্চয়তা কি তখন ছিল? তখনও আইয়ুব খান ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করেছিলেন ৩৫ বছর পর এখনওতো তাই হচ্ছে। তাহলে ৩৫ বছরের অর্জন কি? আজকাল ইমেইল আর এসএমএস এর কল্যানে সারা পৃথিবী থেকেই অন্যান্য দিবসের সাথে সাথে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছাও আসে। কিন্তু ভেবে পাই না কিসের এই বিজয় শুভেচ্ছা, এই যদি বিজয় হয় তাহলে পরাজয় কি? আজও যে দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হয়নি তাদের কিসের বিজয়? সবকিছু থাকা সত্বেও শুধুমাত্র অযোগ্য নেতৃত্বের কারণে আজও যারা পৃথিবীতে পিছিয়ে পরা জাতি হিসেবে পরিচিত তারা কি করে বিজয় দিবসের উৎসব উদযাপন করেন, তাদেরতো লজ্জাজনক পরাজয় দিবস পালন করা উচিৎ। কিছু কিছু পরিবার শুধু ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীনতার সুফল পেয়েছেন, সাধারণ জনগণের হয়েছে শোচনীয় পরাজয়। কবি নিমর্লেন্দু গুনের ‘ দারিদ্র রেখা’ কবিতার মতো দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে সাধারণ জনগণ। আগে হয়তো নালিশ করার সুযোগ ছিল আজ তাও নেই কারণ স্বর্বস যিনি লুটছেন তিনি হয়তো ক্ষমতাসীনের পছন্দের লোক, ভালোবাসার লোক।

আওয়ামী লীগকে সমর্থন করার কিছুই হয়তো নেই, কিন্তু মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধার কারণে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানের জন্য আর তাদের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির জন্য কিছুটা হলেও মনের পাল্লাটাকে এতোদিন তাদের দিকে ভিড়িয়ে দিত। আওয়ামী লীগের হয়তো বোমা মানিক ছিল, জয়নাল হাজারী আর শামীম ওসমানও ছিল, ছিল বঙ্গবন্ধু সেতু থেকে সাবমেরিন ক্যাবল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরনের অতিকথন কিন্তু তখন র‍্যাব ছিল না, ছিল না কানসাট কিংবা শনির আখড়ার মতো দুঃখজনক ঘটনা, রাজপুত্রের অভিষেক কিংবা পর পর সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সারা দেশ জুড়ে বোমা হামলার ঘটনা। কষ্ট লাগে, কিছুই ছিল না হয়তো কিন্তু তবুও কোথাও কিছু ছিল যা হারিয়ে গেলো, বুকটাকে ফাকা করে দিয়ে গেলো। ভাবি মনে মনে,

‘আমার মায়ের সোনার নোলক হারিয়ে গেছে মাঠে
হেথায় খুজি, হোথায় খুজি সারা বাংলাদেশে’

তানবীরা হোসেন তালুকদার
২৮।১২।২০০৬